দৈনিক জনকণ্ঠ

64

তারিখ ... ... JUL 05 2000
পৃষ্ঠা 9 কলাম 6

অভিমত

যৌক্তিক অযৌক্তিকের টানাপোড়েন

প্রসঙ্গ ॥ শিক্ষকদের বেতনের প্রারম্ভিক স্কেলের এক শ' ভাগ দাবি

এ. এন. রাশেদা

৯৪ সালে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ে কলেজ শিক্ষকরা বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন—শিক্ষার জাতীয়করণের দাবিতে। শিক্ষার জাতীয়করণ বলতে বলা হয়েছিল শিক্ষার ব্যয়ভার অর্থাৎ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সরকার বহন করবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে আয় করবে তার একটি অংশ সরকারী কোষাগারে জমা হবে। নিয়মটি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে বলা হয়েছিল। শিক্ষক নিয়োগের বেলা বলা হয়েছিল, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন থাকবে এবং পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষক রিক্রুট করা হবে—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য। এখনও দাবিদাওয়ার মধ্যে এসব আছে— তবে কিছু বার্নিং ইস্যু তৈরি হওয়াতে জরুরী দাবি হিসাবে বর্তমান জনবল কাঠামো পরিবর্তন অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত আগের মতো করার ওপর জোর পড়েছে। আর বার্ষিক প্রবৃদ্ধিসহ বেতনের ১০০% প্রদান কাগজেকলমে এক নম্বর দাবি হিসাবেই আছে। '৯৪ সালে উত্তাল আন্দোলনে বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ওয়াদা করেছিলেন তাঁর দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তাঁরা শিক্ষকদের দাবি মেনে নেবেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার চার বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে—শিক্ষক সমিতিসমূহ দফায় দফায় দাবিদাওয়া পেশ করেছে, সাক্ষাত করেছে, আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে শেষ পর্যন্ত সম্প্রতি ৩ জুলাই পল্টনে একটি সংগঠনের শিক্ষক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শিক্ষকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছেন। বেশিরভাগ শিক্ষকই 'পূর্ণ বেতন স্কেল' বলতে আপাতত প্রারম্ভিকের ১০০ ভাগই আশা যদিও তাদের করছেন দাবিতে সরকারী শিক্ষকদের অনুরূপ পূর্ণ বেতন স্কেলের কথা থাকলেও।

শিক্ষাব্যবস্থায় আজ এক অরাজক অবস্থা বিরাজ করছে। বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা যেমন কয়েক ধারায় বিভক্ত রয়েছে, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে বিভিন্ন রকমেরউচ্চবিত্ত প্রতিষ্ঠান, মধ্যবিত্ত প্রতিষ্ঠান এবং হতদরিদ্র প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের স্কুলগুলো হতদরিদ্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মেয়েদের বেতন দিতে হবে না, তবে স্কুল চলবে কি করে? সরকারের অনুদানও যথেষ্ট এবং নিয়মিত নয়। অন্যদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারবে না, ১১৯ জন শিক্ষার্থী হলেও দুই সেকশন করা যাবে না। ১২০ জন হলে পারবে। একজন শিক্ষক পড়াবে কি করে?—

সরকারের জবাব নেই। সিলেবাস বদলে গেছে—শিক্ষকদের ট্রেনিং নেই। এ ব্যাপারে কোটি টাকা লোপাট করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড—শুধু শুটিকয়েক অধ্যক্ষকে ডেকে সিলেবাসের বই হাতে তুলে দিয়েছে, আর এভাবেই সব বিষয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিং সমাপ্ত করেছে। এ এক আজব দেশ টাকা নেই, আবার অপচয় আছে। অথচ প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া না হওয়ার একক দায় শিক্ষকদের ওপর চাপানো হচ্ছে।

উচ্চবিত্ত প্রতিষ্ঠানে প্রচুর আয়—কিন্তু শিক্ষকদের বেতন পর্যাপ্ত নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি লোপাট করছে-দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কোম মতিয়া চৌধুরীর 'বাদশাহ'র মতো রাজা-বাদশা'রা। এ রকম নানা মন্ত্রী-এমপির বাদশাহরাও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দাপট দেখিয়ে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে যোগসাজশ করে লুটপাট চালাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষকরা দিনের পর দিন ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিতই থাকছে। শহরের সব প্রতিষ্ঠানই যে আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল বা শিক্ষকদের পুরো বেতন দিতে পারে তা নয়। তাই সে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রারম্ভিক বেতনের সরকারী অংশ ৮০%, নিয়েই শিক্ষকদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সরকারের হাতে সমস্ত তথ্যপ্রমাণই আছে- সরকার সচ্ছল প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে এক শ' ভাগ বেতন অসচ্ছল প্রতিষ্ঠানে দিতে পারে। আর সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারাকে কার্যকর করতে হলে মাদ্রাসা ধারায় অনুদান বন্ধ করতে পারে।

এ ছাড়াও প্রচুর ভুয়া মাদ্রাসা আছে যেখানে ছাত্রই নেই—সেগুলো অতিসত্বর বন্ধ করে দিয়ে অর্থের সাশ্রয় করতে পারে।

এবার দেখা যাক সরকার বাজেটে কত শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করেছে এবং বেতনের প্রারম্ভিক স্কেলের এক শ' শতাংশ দিলে বাড়তি কত টাকা লাগবে এবং বাজেটের কত শতাংশে তা উন্নীত হবে? এবার বাজেটে রাজস্ব খাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৩৪০.৪৭ কোটি টাকা। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, ভোকেশনাল, কারিগারি শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্যাসিলিটিস বিভাগ— সব মিলিয়ে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৯৭৪.৯৮ কোটি টাকা। তাই রাজস্ব খাত থেকে মোট শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ৩৩১৪.৪৫ কোটি টাকা- যা বাজেটের ১৬.৮৮%।

বেসরকারী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮০% দিতে সরকারের বর্তমানে খরচ হয় ১২৪৫.৫৩ কোটি টাকা এবং বাকি ২০% দিতে খরচ হবে মাত্র ৩১১.৫০ কোটি টাকা। তখন শিক্ষায় রাজস্ব বাজেটে ব্যয় দাঁড়াবে ১৮.৪৭% ১৯৭৩-৭৪ সালের যে বরাদ্দ ছিল ২০.৪%। এবার উন্নয়ন বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় বরাদ্দ ১৩৫৪.০৪ কোটি টাকা এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, ভোকেশনাল, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে বরাদ্দ ৮৯৮.২১ কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে শিক্ষায় মোট বরাদ্দ ২২৫২.২৫ কোটি টাকা। তাহলে রাজস্ব এবং উন্নয়ন খাত মিলে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ ৩৩১৪.৪৫+২২৫২.২৫= ৫৫৬৬.৭০ কোটি টাকা। দেশের মোট বাজেট ৪১৪৮৭.৬৩ কোটি টাকা। তাহলে শিক্ষা খাতে মোট বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে মাত্র ১৩.৪১%। ইউনেস্কোর সুপারিশে যেখানে বাজেটের ৩০% ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে ১৩.৪১% ব্যয় করে সরকারের আত্মতৃপ্ত হবার কোনই কারণ নেই। তাই সুপারিশ হিসাবে বলা যায় ভুয়া মাদ্রাসা বন্ধ করুন, সংবিধান অনুযায়ী মাদ্রাসা ধারায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করুন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজাবাদশাহদের বিদায় করুন, অধিকাংশ অধ্যক্ষের বা প্রশাসনে দুর্নীতি রোধে উদ্যোগী হোন, দেশে বিদেশে, শিক্ষকদের পেশাগত ট্রেনিং বা রিফ্রেসার্স কোর্সের ব্যবস্থা করুন, কথায় কথায় শিক্ষকদের বেতন বন্ধের হুমকি ধামকি বন্ধ করুন— প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ করুন, সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনুরূপ পূর্ণ বেতন স্কেল অর্থাৎ ইনক্রিমেন্ট, পূর্ণ বাসা ভাড়া চালু করুন, মেধাবীদের আকৃষ্ট করার জন্য আপনাদের গৃহীত সুযোগ—সুবিধাসমূহ শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের নিশ্চিত করুন।

মাত্র বেতনের প্রারম্ভিক স্কেলের ১০০% শিক্ষকদের দাবি অন্যায় কিছু নয়। শিক্ষকরা কাজ করবেন অথচ পেটপুরে খাবার জুটবে না— বাসা ভাড়ার অর্থ জুটবে না বাসা ভাড়া বাবদ যে ১০০ টাকা শিক্ষকদের হাতে দেয়া হয়-তা কি জাতির জন্য লজ্জাজনক নয়? শিক্ষক সমাজকে অপমাণিত করাই কি সমাজের কামনা?

পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব অপরাধীদের গ্রেফতার বা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা সমগ্র পুলিশ বিভাগ কি তা করছে? দুর্নীতি দমন বিভাগের কাজ কি? তা কি তারা করছে? নাকি দুর্নীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিজেরা দুর্নীতিতে ডুবে আছে। দু'একজন ব্যতিক্রম থাকতে পারেন। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন বেসামরিক প্রশাসন প্রসঙ্গে কি বলেছে?— বলেছে? 'বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসে কর্মদক্ষতার চেয়ে দলাদলি বেশি'। আর আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলেছেন, 'অদক্ষ ও অকার্যকর—তাহলে তাদের বেতন বন্ধের হুমকি কোথায়? সেখানে তাদের ভাতে মারার কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

তাই শিক্ষকদের নিষ্পেশনের নীতি পরিত্যাগ করে সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। স্কেলের প্রারম্ভিক বেতনের ১০০ ভাগ দেওয়া এমন বেশি কিছু নয়।

অথচ কেউ কেউ বলছেন ১০০% দিলে শিক্ষকদের বেতন ১২০% হয়ে যাবে। আসলে কি তাই? প্রথমত হতদরিদ্র অনেক প্রতিষ্ঠান ২০% দিতেই পারে না, তার ওপর প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি—কিছুই তো নেই। কাজেই যারা দিতে পারে না তারা দেয়ার চেষ্টা করবে সরকার কর্তৃক ১০০% দেয়ার পর। আর শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তারা ক্লাসে পড়ান না, প্রাইভেট পড়ানো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন সেখানে শিক্ষকদেরও দায়িত্ব থাকবে ক্লাসে যাতে তারা ঠিকমতো পড়ান এ ব্যাপারে মনিটরিং সেল গঠন করা—অভিভাবক এবং এলাকায় শিক্ষানুরাগী, শিক্ষাবিদ বা সজ্জন ব্যক্তিদের দ্বারা। শিক্ষক সংগঠনসমূহকে অবশ্যই বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। জনগণকে সেবা করতে না পারলে জনগণকেও পাশে পাওয়া যাবে না। এ সমাজে অনেকেই অধিকার বঞ্চিত—কাজেই শিক্ষকদের উচিত নিজেদের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি অন্যদেরও সাহায্য বা উৎসাহিত করা। আর শিক্ষকরা যে কারণে পড়াতে পারেন না তার জন্য বিষয়ভিত্তিক বিফ্রেসার্স কোর্স শিক্ষক সংগঠন কর্তৃক পরিচালনা করা। শিক্ষকদের মনে করতে হবে বিদ্যমান এই সমাজ শিক্ষকদের আর কিছুই দিতে পারবে না। তাই নিজেদেরই উদ্যোগী হয়ে এ সব কাজ করতে হবে সমাজের অনগ্রসর অংশকে সাথে নিয়ে। এই সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণের মতো। যাঁরা সংসদে বসে শুধু নিজেদের ভোগবিলাস বাড়িয়ে নেন তাদের একমাত্র ঐ বানরের রুটি ভাগের গল্পের সঙ্গেই তুলনা করা যায়— যে বানর রুটি ভাগ করতে বসে সব নিজেই খেয়ে ফেলেছিল।